ছায়া

শান্তি পাল

দি বুক এজেন্সী
৩৬, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীপূর্ণচন্দ্র দত্ত বি-এ
৩৬, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দাম এক টাকা

বৈশাখ—১৩৪২

সেথ এণ্ড কোং, প্রিণ্টিং হাউস
৮২নং বলরাম দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শ্রীবিষ্ণুচরণ শেঠ বি-এ কর্ত্তৃক মুদ্রিত

পরম শ্রদ্ধাস্পদ

স্বর্গীয় সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

শ্রীচরণারবিন্দে

সত্যেনদা, চিরটাকাল লাঠিবাজি, সাঁতার, বাচ, মুষ্টিযুদ্ধ, ক'রে কাটিয়েছি। তোমাকে অনেক কাছে পেয়েছিলাম, কিন্তু কোনদিনই তোমাকে বোঝবার চেষ্টা করিনি। তোমাকে জ্ঞানের মাপকাঠি দিয়ে দেখবার ও বোঝবার ক্ষমতা আমার নাই। তবে শ্রদ্ধা করবার, ভালবাসবার বা তোমার স্মৃতি পূজা করবার অধিকার আমার নিশ্চয়ই আছে, কেন না তুমিই ছিলে আমাদের সুখের সুখী, দুঃখের দুঃখী ও খেলার সাথী। তুমিই লিখেছিলে,—"এমন ক্লাবটি কোথায় খুঁজে পাবে নাক' তুমি······ শান্তি-যুগল-প্রফুল্লের হুল্লোড়েরি ভূমি"—ইত্যাদি। তুমিই বালকের মত আমাদের সঙ্গে মিশ্‌তে। কত দৌরাত্ম্য, কত আব্‌দার হাসি মুখে সহ্য ক'রতে। একটি দিনের তরেও মুখ আঁধার কর নাই। আমাদের সাঁতারের মূলে তুমিই ছিলে রস; সে কথা আমরা কোনদিনই বিস্মৃত হইনি, বা হব না। আজ তোমার আশীর্ব্বাদ মাথায় নিয়েই সামান্য গুটিকতক কথা তোমার চরণে নিবেদন ক'রলাম। ইতি

স্নেহস্নিগ্ধ
শান্তি পাল

নিবেদন

জীবনটিকে সুন্দর ক'রে গ'ড়ে তোলবার ইচ্ছেটা ষোল আনার জায়গায় আঠারো আনা আছে; কিন্তু হয় কই? আমার মত একজন অসাহিত্যিক যে কবিতার বই প্রকাশ ক'রবে তা কোন দিন-ই কল্পনায় আন্‌তে পারি নাই। বন্ধুরা ছাড়্‌বার পাত্র নন, বিশেষ ক'রে আমার কনিষ্ঠ হরিপ্রিয় আমাকে উদ্‌ব্যস্ত ক'রে তুল্‌লো। আজ এঁদেরই উৎসাহে বইখানি সাধারণের নিকট অতি সঙ্কোচের সহিত হাজির করলাম। এই কবিতাগুলির অধিকাংশই পূর্ব্বে বিচিত্রা, প্রবাসী,, বঙ্গশ্রী, বঙ্গলক্ষ্মী, উদয়ন, আনন্দবাজার পত্রিকা, দীপালী প্রভৃতিতে প্রকাশিত হয়েছে।

সূচী

মাঠে মাঠে আর বাথানে বাথানে শৃগাল কুকুর নাচে,
বনের পাখীরা উড়িয়া উড়িয়া বসেনাক' গাছে গাছে।
গাঁয়ের গোধন আধপেটা খেয়ে শুইয়া নদীর বাঁকে,
রাখালের লাগি কাঁদিয়া কাঁদিয়া হাম্বা হাম্বা ডাকে।

কৃষাণের মেয়ে একেলা বসিয়া ঘরের কোণেতে আজ,
আগেকার মত পাড়া পাড়া ঘুরে পরে না এয়োর সাজ।
নিরালা নিঝুম দুপুরের তাতে কলা-বাগানের পাশে,
কাঁকালে বহিয়া মাটির কলসী তারা আর নাহি আসে।
খিড়্‌কীর ঘাটে সখীদের সাথে খেলেনাক' জল-খেলা,
এ-পার ও-পার হয় না কেহই ভাসায়ে কলার ভেলা।
আঁচল পাতিয়া, এলাইয়া চুল সিনানের ঘাটে বসে',
আলতা-রঙীন চরণ তাদের কেহ আর নাহি ঘসে।
বেউর বাঁশের বাঁশীতে বাজে না উতলা উদাসী সুর,
ভাঙা ঢেউ লেগে ভাসে না কলসী, যায় না সে বহুদূর।
কুমারী মেয়েরা বকুলের তলে করে নাক' ছুটাছুটি,
সাঁঝের বেলায় জ্বালে না প্রদীপ তুলসীতলায় জুটি,
আঁধার মৌন ঘেরে চৌদিক, থামিয়াছে কলতান,
ঘরে ঘরে আর পড়ে না সন্ধ্যা, উঠে না সান্ধ্যগান!
দেবতার ঘরে বাজে না শঙ্খ, ঘণ্টা নাহিক বাজে,
ঢাক, ঢোল, কাঁসি বাজায়ে নাচে না কেহ আঙিনার মাঝে।
নাহি শুনি আর বাউলের গান, তর্‌জা পাঁচালি ছড়া,
কীর্ত্তন, ঢপ গাহে না কেহই কটিতে পরিয়া ধড়া।

কবিদের আর হয় না লড়াই ময়নাপাড়ার মাঠে,
এ-মাঠ ও-মাঠ একাকার আর হয় না গাঁয়ের বাটে।
সত্যপীরের পাঁচালীর কথা গ্রাম ছেড়ে গেছে চলে,
মনসা-ভাসান, মুস্কিলাসান আর নাহি কেহ বলে।
কথকতা, ব্রত, রূপকথা কই, বাস্তু দেবীর দান,
আউনী-বাউনী, কলার বরণ, কৃষ্ণলীলার গান ?
জারীর পালা যে শেষ হয়ে গেছে কণ্ঠ গিয়াছে বুজে,
কলকণ্ঠের কলহাসি আর পায় না কেহই খুঁজে।

গাঁয়ের বুকেতে আগুন লেগেছে, পুড়িয়া হয়েছে খার,
ধিকি ধিকি শুধু জ্বলিছে আগুন, নামিছে অন্ধকার।
আজ শুধু শুনি দুঃখের কথা ঘরে ঘরে ওঠে ওই,
পল্লী-মায়ের বুকভাঙা ডাক কেমন করিয়া সই ?
চারিদিক দেখি, শ্মশান বিরাজে, করে সবে হাহাকার,
উপোসে ও জ্বরে গাঁয়ের মানুষ হয়েছে অস্থিসার !

লোহা-পাথরের সৌধকিরিটী-সহরবাসিনী দেবী,
কি পেলাম আর কি যে হারালাম তোমার চরণ সেবি' !
গণিতে বসিয়া শিহরিয়া উঠি, দেখি মৃত্যুর ছায়া,
সহরের নেশা ছুটাও হে দেবী, বাড়ুক গ্রামের মায়া।

পূজারী

ওগো আমার মানস ছবি
গোপন হিয়ার মাঝখানে,
পূজ্‌বো তোমার চরণ দু'টি
সাঁজ সকালে আন্‌মনে।

শুন্‌বো তোমার নূপুর ধ্বনি—
শুন্‌বো পায়ের মধুর ভাষা,
নিখিল ব্যেপে উঠ্‌বে যে ঝড়
আমার বুকের স্পন্দনে।

দুঃখ ভরা বুকখানা মোর
পথের উপর দেবো পেতে,—
দাঁড়িও তুমি, অর্ঘ্য দেবো
লাল আবীর আর চন্দনে।

ছবি

বহুদিন পরে কুড়ায়ে পেয়েছি
আমার হারান ছবি ;
যাহার লাগিয়া ঘুরে ছিনু আমি
উদয়-অস্ত-রবি।
নিশীথে তাহারে স্বপনে দেখেছি,
প্রভাতে রবির করে,—
ঢল ঢল ঢল মুখের লাবনি,
আমারে পাগল করে

ছায়া

এখনো বয়সে নবীনা বালিকা,
এখনো ফুটেনি কুসুম কলিকা,
এখনো পরেনি বাসর-মালিকা,—
বকুল মালতী ফুল,—
নিভৃতে নীরবে ব'সে গৃহতলে
ম্লান হাসি হেসে কি যেন কি বলে ;
লাজনত কালো আঁখি ছলছলে
নাহিকো তাহারি ভুল।

এস সখি এস,—নিবিড় অলকে
উছলিয়া রূপ ঝলকে ঝলকে
মোর বুকে এস গভীর পুলকে,
কালো দু'টি আঁখি মেলে ;
রূপে চারিদিক উলসিত ক'রে'
মণিময় দীপ জ্বালো এই ঘরে,—
নির্ম্মম হ'য়ে আর দূরে দূরে
থেকো নাক' অবহেলে।

শারদে

কালো হ'য়ে আসে সুদূর আকাশ
মাঠ ঘাট বাট ঢাকি' ;
কিচি মিচি ক'রে কুলায় ফিরিছে
বনের যতেক পাখী।

গাঙ্‌চিলগুলো নদীর ওপারে
বাতাসে মেলিয়া পাখা,
একে আর একে মগ্‌ডালে ব'সে
দোলায় সবুজ শাখা।

সন্ধ্যা-সভা-রে শেষ ক'রে দিয়ে
শকুন পাখীর দল
ঝাঁকে ঝাঁকে তারা তালীবন 'পরে
ঘুরিতেছে অবিরল।

বকের আবলী সারি দিয়ে বসে
নাঙ্‌লা বিলের ধারে
সবুজ পানায় সাদা ছোপ্‌ দিয়ে
ঘন ঘন পাখা নাড়ে।

মাথার উপরে উড়ে চ'লে যায়
বুনো-শালিকের ঝাঁক্
তারি সাথে ওড়ে চখা আর চখী
ডাহুক ডাহুকী কাঁক।

রাখাল চ'লেছে গোধন লইয়া
গোখুর ধুলায় ভরি
সারা ক্ষেতখানি রঙিয়া উঠেছে
অপরূপ বেশ ধরি'।

রাখালীয়া মেয়ে পিছে পিছে ধায়
পাঁচন-বাড়িটি হাতে,
কানে দোলাইয়া শিরিষের ফুল
কুরুবক প'রে মাথে।

দূরে দাঁড়াইয়া আন্‌মনে দেখে
রাখাল ছেলের দল,
লাঠির উপরে দেহখানি রেখে
চেয়ে থাকে ছলছল্।

কোন চাষী রোপে মাথা নীচু ক'রে
ছোট ছোট ধান চারা,
কেহবা বসিয়া তামাকু টানিছে
নাহি তার কোন সাড়া।

কেহ মাটি কেটে কোদাল পাড়িছে
রচিছে নূতন আল,
কেহবা তখনো খ্যাব্‌ড়া জমিতে
ক'সে চালাইছে হাল।

ক্ষেতের পথেতে কৃষাণ ক'ণেরা
আগাছার বোঝা নিয়া
সারি দিয়া সবে চ'লেছে রঙের
রঙীন আঁচড় দিয়া।

কেহবা প'রেছে হলুদীয়া শাড়ী,
কেহবা প'রেছে লাল,
কাহারো পরণে আব্‌রাঙা রঙ্‌
ধূসর মেঘের জাল।

গল্পে গুজবে হাসি কুতুহলে
চ'লেছে সুদূর "গাঁ"—এ,
শাওন শেষের আব্‌ছায়া মাখা
জল ভরা ঘন বায়ে।

দেখিতে দেখিতে আরো কালো হ'ল
সুদূর গাঁয়ের বাট,
সেই কালো সব ছেয়ে ফেলে দিল
তেপান্তরের মাঠ।

ছায়া

কোথা দেখি আঁশু, কোথা দেখি পাঁশু
কোথায় ধূসর ঢঙ্,
তারি ফাঁকে ফাঁকে তখনো চিকায়
কাঁচা পাকা সোনা রঙ্

দূর গ্রাম পথে পল্লী দুলালী
কলসী লইয়া কাঁখে,
জল আনিবারে চলিয়াছে ধীরে
গেঁইয়া নদীর বাঁকে।

ওই যে দেখিছ উচু নীচু মাঠ
সরিষা অড়র ক্ষেত,
তারি পাশে ওই বাব্লার বন
করে সদা সঙ্কেত,—

তারি পাশে ঘাট,—সে ঘাটে নামিয়া
কলসী ভরিয়া জলে
পল্লী বালিকা হেলিয়া দুলিয়া
গৃহ পথে ফিরে চলে।

বনের আড়াল হ'তে আড় চোখে
হেরি সে মোহন ছবি
সাথে সাথে চলে লুব্ধ হৃদয়ে
অচিন গাঁয়ের কবি।

কদম তলে

কেমনে যাব সই
কদম তলে ?
"ও পথে যেও নাক"
ননদী বলে।
বঁধুর বাঁশীখানি
পরাণ নিল টানি',
দেহেরে ঘরে রাখি
কিসের ছলে ?
কেমনে যাব সই
কদম তলে ?

ব্যাকুল বেণু বাজে
প্রভাতী সুরে ;
আমারে নিয়ে যায়
সুদূর পুরে
কাটিয়া সব বাধা
বাহিরে যাবে রাধা
ঢাকিয়া যত কাঁদা
আঁচল তলে।
কেমনে যাব সই
কদম তলে ?

প্রদোষে

প্রেয়সী, তোমারে কি আজি করিব দান-
অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠের মম গান ?

গান আজি মোর গলিয়া গলিয়া যায়।
ছন্দে ছন্দে কুলহারা বেদনায়—
নাহি অবসাদ, নাই তার অবসান।

প্রেয়সী, আমার গানের যতেক কথা,
হয়তো জাগাবে হৃদয়ের ব্যাকুলতা !
হয়তো তোমার পাষাণ মনের কোণে
এক ফোঁটা জল দেখা দিবে অকারণে,
শূন্যে কাঁপিবে অমূল-আলোক-লতা।

আঁধারে প্রোথিত যে তরুর দৃঢ় মূল,
ঝড়ে ভাঙ্গে আর করে বার বার ভুল।

আমি চিনি তোমায় চিনি

আমি চিনি
তোমায় চিনি,—
তুমি এসেছিলে আষাঢ়েতে
দুলিয়ে মাথার বিনি
আমি চিনি
তোমায় চিনি।

আমার সবুজ ধানের ক্ষেতে
চরণ নূপুর বাজিয়ে যেতে
শিউরে এ বুক উঠ্‌তো কেঁপে
কর্‌তো রিনিরিনি।
আমি চিনি,
তোমায় চিনি।

আস্‌বে যখন আশিন শেষে
লুটিয়ে তখন পড়বো হেসে,
শুন্‌বো তোমার কঙ্কণেরি
মধুর কিনি কিনি ;
আমি চিনি
তোমায় চিনি।

সন্ধ্যা

আলোর রেখা মিলিয়ে এলো
অস্তাচলের কোলে ;
বন-করবীর গন্ধ-আতুর
বাতাস আকুল দোলে।

ছায়া

অসীম বিপুল সুনীল আকাশ
সোণার পরশ মাখে,
অচেনা "গাঁ"র গাঙের ধারে
সবুজ বনেব ফাঁকে।

আজ বঁধুয়া বিয়ের ক'নে
গলায় যুথীর হার
বস্‌লো চুপে এই নিরালায়
একলা চমৎকার।

আল্‌তা-রাঙা পা দু'টি তার
সোণার কমল ঝলে,
উড়িয়ে দেছে আঁচল খানি
নীল আকাশের তলে।

টিপ্‌ প'রেছে, সিঁদুর দেছে
ঝাপ্‌টা ঝালর খুলে ;
এলিয়ে গেছে ওই কালো চুল
কখন মনের ভুলে।

সন্ধ্যা-রাণী পাত্‌লো আসন
আব্‌ছা আঁধার মাঝে
ঘরে ঘরে জ্বললো প্রদীপ
সন্ধ্যারতি বাজে।

প্রবাসীর দুঃখ

চ'লে গেছ তুমি সুদূর প্রবাসে
স্মৃতিখানি পিছে ফেলিয়া,
শূন্য দেউলে ব'সে থাকি শুধু
সজল নয়ন মেলিয়া।
দিকে দিকে চাহি কত কাল র'ব,
এ বিরহ ভার কত বল স'ব!
বিফল জীবন যাপিব কি শুধু
মরীচিকা সাথে খেলিয়া

দিনের আলোক ম্লান হ'য়ে আসে
সুদূরের পথে চাহিয়া,
আসে ম্লানতর নিরাশা আঁধার
সে সুদূর পথ বাহিয়া !
নিশার তিমির দিবসে ভুলায়,
পাখী ফিরে চলে নীরবে কুলায় ;
উতলা সমীর বহে বনানীর
আর্ত্ত বেদন গাহিয়া !

আকাশে আকাশে তারকার ছলে
তোমারি লিপি কি জ্বলিল ?
যে-কথা তোমারে শুধাইতে চাই
সে-কথা কি তারা বলিল !
সমীরণ মাঝে শুনি কি তোমার,
গুঞ্জন-গীতি বিরহ ব্যথার,
অভিমান তব দূর তটিনীর
কল্লোলে কল-কলিল !!

দিনের শেষ

আকাশ আজ দিনের শেষে
বাউল সেজেছে,
পরাণ মাঝে উতল বাঁশী
আপনি বেজেছে।
আজকে দেখি পাগল বেশে
গেরুয়াখানি উড়িয়ে হেসে
নীলাকাশের অসীম শেষে,
এলিয়ে প'ড়েছে !

পরিচয়

সখা,　　　　নিভৃত মাধবী-কুঞ্জে
আমি,　　　　আধফোটা বনফুল,
আজি　　　　অরুণ আলোক পুঞ্জে
দেখ,　　　　দুলি যে দোদুল দুল,
　　　　　　　　আমি আধফোটা বনফুল।

ছায়া

আজি প্রভাত পাখীর ডাকে,
ওই বন-বীথিকার ফাঁকে,
আমি নয়ন মেলিয়া দেখি
ওগো শিহরিয়া বলি, একি !
আহা হারায়ে মনের কুল,
আমি আধফোটা বনফুল।

আমি সাঁঝের বাতাসে ফুটি
হেসে ঘাসের বনেতে লুটি,
কভু অলস নয়ন ঢাকি
বুকে রঙীন আখর আঁকি,
মম এলায়ে নিবিড় চুল,
আমি আধফোটা বনফুল

সখা গভীর নিশীথে এসো,
তুমি আমারেই ভালবেসো ;
রেখ’ যতনে তুলিয়া বুকে,
থেক’ ঘুমায়ে মনের সুখে—
আহা ক’রনাক’ যেন ভুল,
আমি আধফোটা বনফুল।

গড়াই

গড়াই নদীর তীরে—
পদ্মা যেথায় চকিতে চাহিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে ফিরে,
ওই পারে চর, এই পারে চর, চারিদিকে ধূ ধূ বালি—
তারি মাঝখানে ছলছল জল, গড়াই চলেছে খালি।
যুগ যুগ ধরি' একটানা চলে কোনো দিকে নাহি চায়,
যত উঠে ঢেউ, কূলে আছাড়িয়া ভেঙে যায় নিরুপায়!
মাস মাস আর বরষ বরষ, দিবস রজনী ধরি'
লুটিয়া টুটিয়া ছড়াইয়া হাসি গ'লে গ'লে যায় ঝরি'।
বাঁধ ভেঙে যেতে চায়,
দীরঘ দিনের বিরহ-বেদনা বুক ভরে নিয়ে যায়।
আহা রে! গড়াই কোথা ছুটে যাও আঁকা বাঁকা পথ ধরি'
নিত্য কালের মায়াবিনী সাথে মায়ার আখর পরি'?
মায়াবিনী নদী, তোমারে ছুঁইয়া ব'সে আছি আমি একা,
অচেনার মাঝে চেনা মুখখানি—যদি পাই তার দেখা।

প্রভাত হইল ওই,
ও-পার হইতে খেয়া দিয়ে তুমি আসিলে কি হেথা সই ?
পূবালী মেঘের রঙ্ মাখি ঠোঁটে, সোনালি ছবিটি আঁকি',
ওগো মায়াবিনী, কেন এলে তুমি বনের গন্ধ মাখি' ?
আমি তো তোমারে ডাকি নাই দেবী, সোনার বালুর চরে,
মেঘঢাকা মুখে সোনা ঝরে পড়া শুধু দেখিবার তরে !
বড় ব্যথা পেয়ে আসিয়াছি হেথা লুকাতে আঁধারে মুখ,
নির্ম্মম হয়ে দুই পায়ে দলে ভেঙে দিয়ে গেলে বুক !
এমনি করিয়া ভেঙেছিলে তুমি কিশোরের খেলাঘর,
বুক হতে মোর ছিনাইয়া নিয়া করিয়াছ তারে পর।
আজি মনে পড়ে পুরাতন কথা, নিষ্ঠুর আচরণ,
তীব্র তাহার বিষের জ্বালায় পুড়িতেছি অনুখন !
তুমি চলে যাও দূর হতে দূরে ওই অসীমের পারে,
এই চরে আমি লুকাইব মুখ নিবিড় অন্ধকারে।

আলোকের দেখা পেয়ে,
গ্রাম ছেড়ে ওই আসিতেছে লোক গেঁয়ো পথখানি বেয়ে।
ভোরের বাতাসে পুলকে নাহিয়া কুহরিয়া উঠে পাখী,
ডাল হতে ডালে উড়িয়া বেড়ায় রূপালী মেঘেরে ডাকি।
খেয়া-ঘাটে দেখি মাঝি খেয়া দেয় পারের যাত্রী লয়ে,
ব্যাপারীরা দূরে পাল তুলে যায় পাটের নৌকা বয়ে।
কেহ দেখি ব'সে জাল বুনিতেছে গড়াই নদীর ঘাটে,
কেহবা কিনারে বাঁশুই দিতেছে গরু-দাবড়ের মাঠে।
কেহ দেখি ব'সে বেড়ার গায়েতে আঁটন-ছাঁটন বাঁধে,
কেহবা বসিয়া মৎস্য ধরিছে দোয়াড় লইয়া কাঁধে।

রাখাল ছেলেরা একে একে জুটে বুড়ো অশথের তলে,
গরুগুলো সেথা ছেড়ে দিয়ে সবে সাঁতারিতে যায় জলে।
দলে দলে তারা ভাসাইয়া ভেলা হইতেছে নদী পার,
আমি শুধু আজ নিরালায় ব'সে ঢেউগুলি গণি তার।
ওগো গরবিণী, যদি এলে কাছে মেঘের কুহেলি ছিঁড়ে
নিয়ে যাও তবে আমারি রচা এ বেদনার গানটিরে।
বনলক্ষ্মীরে মোর কথা ব'লে ক'র তুমি নিবেদন,
নিয়তির ডোরে আছি দোঁহে বাঁধা একটি তনু ও মন।

একবার ফিরে চাও,
আমার বুকের বেদনার বোঝা কিছু তুলি নিয়ে যাও।
কহিও তাহারে—"বড় ব্যথা পেয়ে ব'সে আছে একা তীরে,
ভাটির জলেতে উজাইয়া গেলে দেখিতে পাইবে ফিরে।
ব'সে ব'সে শুধু ভাসাইছে ফুল সারাদিনমান ধরি',
তোমার স্মৃতিটি বক্ষে লইয়া তোমারি মুখটি স্মরি'।
কতনা দীরঘ দিবস যামিনী সে ফুল পাবার তরে
বালকের মত কাঁদিয়া কাঁদিয়া কূলে আছাড়িয়া পড়ে।"
কহিও তাহারে,—"সেখানে যাইয়া যদি দেখা নাহি পাও,
কিনারে কিনারে পদ্মার বাঁকে বাহিও তোমার নাও।
দেখিবে সেথায় সে বসিয়া আছে সোনার বালুর চরে,
আন্‌মনা কভু, অপলকে কভু, আশার হালটি ধরে।"
বুঝাইয়া তুমি বলিও তাহারে—"অপরাধ নাহি পায়,
মরণের আগে একবার যেন দেখা দিয়ে মোরে যায়।"
সে যে কভু মোর নিদয়া হবে না জানি আমি তাহা জানি,
শত অপরাধ ক্ষমিয়া আমারে বক্ষে লইবে টানি'।

ছায়া

আমি শুধু জানি তোমার কবিরে ভাল যদি বেসে থাক,
মোর দেওয়া যত ফুলগুলি তবে আঁচলে বাঁধিয়া রাখ।
এ-ফুলের বাস বরষ বরষ হইবে না কভু বাসি,
সৌরভ তার বিলাইবে তুমি নিত্য নিয়ত আসি'।

গড়াই নদীর ঘাটে,
এমনি করিয়া বসিয়া বসিয়া দীরঘ দিবস কাটে।
ধূসর সন্ধ্যা ধীরে ধীরে আসে শ্যামল বনের ছায়ে,
মঙ্গল দীপ, মঙ্গল শাঁখ মুখরিত হয় গাঁয়ে।
ওপার হইতে উড়ে উড়ে আসে শ্বেত বলাকার ঝাঁক,
গাঙশালিকেরা এ পার হইতে খেয়া দেয় লাখে লাখ।
আকাশ-বাতাসে খেয়া দেয় পাখী, নীচে খেয়া দেয় মাঝি,
হালখানি ধরে, মিহি সুরে গায়, ভাটিয়াল সুর ভাঁজি।
মহিষের পাল সাঁতারিয়া যায় নদীর অপর চরে,
গাঁয়ের বধূরা দলে দলে আসে সন্ধ্যা-স্নানের তরে!
এ-ঘাট ও-ঘাট সে-ঘাট করিয়া কলসী রাখিয়া তীরে
এক এক করে নামিল সকলে গড়াই নদীর নীরে।
কেহ মাথা ঘসে, কেহ চুল ঝাড়ে, কণ্ঠ ডুবায়ে জলে,
কেহবা সলিলে ঝাঁপাইয়া পড়ে, ভেসে থাকে কুতূহলে
কেহ চরে বসে বাসন মাজিছে—খোল মাখিতেছে গায়,
কেহবা বসিয়া উপলখণ্ডে ঝামা ঘসে ছুটি পায়।
কুমারী মেয়েরা জল ছিটাইয়া হেসে হয় কুটি কুটি,
অমনি তাদের সোনামুখ হতে লাবণি পড়িছে টুটি'।
নদীর কিনারে শত শত যেন ফুটিল কমলফুল,
মনে হেন লয় ভ্রমর হইয়া পাঁপড়িতে খাই ঢুল।

স্নান শেষ করে একে একে সব উঠিল বালুর চরে,
ভিজা চুলগুলি আলগোছে বেঁধে কলসী লইল ভ'রে।
লাজে নোয়াইয়া তনুলতাখানি ভিজা আবরণে ঢাকি'
চ'লে যায় তারা বালুর চরেতে মায়ার আখর আঁকি'।
চরণে নূপুর বাজে রুনুঝুনু, বাজিল তোড়ল মল,
অমনি তখন কলসী হইতে সোহাগে পড়িল জল।
বুনো লতাগুলি বুঝি মায়াবশে পায়ে জড়াইয়া ধরে,
বিনাইয়া কহে,—"ওগো বনদেবী, যেওনা গাঁয়ের ঘরে ;—
তুমি এস সই, গেঁথে দিব মালা, কৃষ্ণচূড়াটি চুলে,
ওই দুটি পায়ে জড়াইয়া রব যুগ যুগ ধরি' ভুলে।"
দূর-বন-ছায়ে সন্ধ্যা নামিছে, আকাশে তারকা ভাসে—
মাথার উপরে দ্বিতীয়ার চাঁদ উলসিয়া মৃদু হাসে—
ওই হাসি মাঝে কত খুঁজিলাম পুরাতন চেনা মুখ,
নিরাশায় শুধু দগ্ধ হইয়া পাইলাম বড় দুখ।

দেখা যদি পাইতাম,
কোমল তাহার হাত দু'টি ধরে কত কথা বলিতাম।
বলিতাম, "তুমি স্বর্ণলতা গো, তুমি দেবী, তুমি মণি,
তোমারে হারায়ে ঘুরে ঘুরে মরি মণিহারা আমি ফণী।
তুমি এস সই, আর কতকাল আমারে ছাড়িয়া রবে,
শিয়রে প্রদীপ নিভিয়া আসিছে তুমি জ্বেলে দাও তবে।
এই পথ ধরি সহজেই এস, কোন কিছু নাহি ভয়,
আষাঢ়ের দিনে বাঁধ ভেঙে যায়—জ্যৈষ্ঠের দিনে নয়।
তুমি শুধু জান, আমি শুধু জানি, আর জানেনাকো কেউ,
কোন গাঙে আজ উঠিয়াছে ঝড়, কোন গাঙে ভাঙে ঢেউ।"

ওরে মাঝি চেয়ে দেখ

(গান)

ওরে মাঝি চেয়ে দেখ
'ওড়া' বনে,
কালো কালো মেঘগুলো
জমে কোণে।
চারিদিকে উচ্ছল,
জল করে ছল ছল,
বাতাস প্রবল হ'লো
বনে বনে।

মাঝখানে বড় গাঙ্
দিয়ে আড়ি—
বেয়ে চলো বেয়ে চলো
তাড়াতাড়ি ;
পাড়নেতে জল আসে
বাওড়েতে নাও ভাসে
মোরা সবে মরি ত্রাসে
মনে মনে।

মাঝি ভাই, দাঁড়ি ভাই,
দেরে পাড়ি,
বহুদূরে যেতে হবে
গাঙ্ ছাড়ি।
কলাগাছি সাল্‌খেয়া
খেড়শার বাঁক দিয়া
এই বেলা মারো খেয়া
ভরা গোণে।

বর্ষা

আকাশের কোলে বরজ হানিছে
কাঁপিছে সঘনে হিয়া
শাঙন-ধারার পুলক পরশে
উলসি উঠিছে প্রিয়া।

দাদুরী ডাকিছে পুকুরের পাড়ে,
ঝিঁঝিঁর ঝাঁঝঁর বনের ওধারে,
জোনাকী-প্রদীপ পল্লব আড়ে
উঠিতেছে চমকিয়া ;
আকাশের কোলে বরজ হানিছে
কাঁপিছে সঘনে হিয়া।

ছায়া

খেজুর পাতার মাথালটি পরি'
কৃষাণ মেয়েরা কার মুখ স্মরি'
আঙিনার বুক ঝলমল করি'
দাঁড়াইল থমকিয়া ;
আকাশের কোলে বরজ হানিছে
কাঁপিছে সঘনে হিয়া।

বকুল মালতী বাদলের জলে,
টুপটাপ ঝরে বনবীথি তলে,
ঘাসে ঘাসে তারা চুপি চুপি বলে ;—
আসিতেছে শাঙনিয়া ;
আকাশের কোলে বরজ হানিছে
কাঁপিছে সঘনে হিয়া।

বেতসের বনে প'ড়ে গেলো সাড়া,
কদম কেতকী করিছে ইসারা—
আমারে কে যেন দেয় ঘন নাড়া,
বাহুদু'টি পসারিয়া ;
আকাশের কোলে বরজ হানিছে
কাঁপিছে সঘনে হিয়া।

চারিদিক হেরি ঘন মসী কালো,
কে মোরে শুধায়, ঘরে দীপ জ্বালো,
এ-ঘোর বাদল লাগে কিনা ভালো
কহিতেছে ফুকারিয়া ;
আকাশের কোলে বরজ হানিছে
কাঁপিছে সঘনে হিয়া।

খেয়ালী

(গান)

ওরে ও খেয়ালী !—
তোর খেয়া ঘাটের খেয়াল তরী
কোথায় ভিড়ালি ?
আকাশ ভ'রে পাল তুলে দাও,
তীর বেগে আজ ছুটুক রে নাও ;
ওরে, মন-মাঝি তোর বুকের মাঝে
জ্বলুক দীপালী !
ও খেয়ালী !

দেয়া ডাকে গুরু গুরু,—
কাঁপে হিয়া দুরু দুরু,—
আজ, আকাশ ভুবন ছেয়ে ফেলুক,
বাজুক ভূপালী !
ও খেয়ালী !

কে জ্বালিছে সন্ধ্যা-প্রদীপ
কেয়া বনের ধারে,—
গোধূলির ওই রাঙা-রেখা
সিঁথির সীমার পারে,-
আমায় পথ ভুলায় রে !—
আমার মন ভুলায় রে !—
আজ, পথের মাঝে কে বিছালো
রঙীন আঁচলি !
ও খেয়ালী !

জয়

আজ্‌কে আমার জয়
ওরে আজ্‌কে আমার জয়।
বিজয়ীরে জয় করেছি
নাই রে এবার ভয়।
পথের বাধা কাটিয়ে দিয়ে,
ধূলার কুসুম কুড়িয়ে নিয়ে,
রাখ্‌বো তারে বক্ষে ধরে—
কিসের সংশয়!
আজ্‌কে আমার জয়।
দৈবে যদি সে-ফুল আমার
ছিট্‌কে পথে পড়ে,
পথ-চলা ওই পথিক দলের
চরণ-ঘাতে মরে;
মরুক্‌ সে ফুল তায়—
ক'র্‌ব না হায় হায়!
গন্ধটুকু থাক্‌বে বুকে
স্নিগ্ধ মধুময়:
সেইখানে মোর জয়॥

রূপসী

ওরে ও রূপসী !—
তোর রূপ সায়রে বাইবো তরী
বৈঠা নিয়ে বসি।
চিক্‌মিকিয়ে উঠ্‌বে জল
চল্‌বে যখন তরী,
দুই কূলেতে ভাঙ্‌বে ঢেউ
ছলাৎ ছলাৎ করি'
মাটি প'ড়্‌বে তখন খসি !

বর্ষা যখন আস্‌বে নেমে
এলিয়ে দিয়ে চুল ;
ঝিল্‌মিলিয়ে প'ড়বে খসে
খোঁপার কদম ফুল
ব'সে দেখ্‌ব মুখশশী !

বিরহী

ওগো	বিরহ-বিধুর পাখী,
কেন	কুহরিছ থাকি থাকি,
ওই	পাতার আড়াল থেকে
কি যে	কহিছ আমারে ডাকি
কভু	অশথ বটের ছায়ে
ডাক	প্রভাত সাঁঝের বায়ে ;
এই	শ্যামল স্নিগ্ধ গাঁয়ে
কোন্	বনের গন্ধ মাখি ।
তুমি	ফাগুনের মাঝে এসে
কেন	যাও বরষার শেষে
কোন	সুদূর অজানা দেশে
মরি	মরম-বিদারী ডাকি' ।
আজি	গোধূলির রাঙা-রাগে
মোর	পরাণ কি যেন মাগে ;
বুঝি	মিলনের অনুরাগে
মম	আঁখি দুটি আসে ঢাকি'
আজি	অন্তরে থাকি' থাকি'
আমি	তোমারে নিয়ত ডাকি,
সেই	স্মৃতির আখর টানি'
আহা	প্রিয়ার ছবিটি আঁকি

ধ্বংস

জাগিছে রুদ্রবীর,
ঊর্দ্ধে তুলিয়া শির,—
বক্ষে ধরিত্রীর !

ঝঞ্ঝা অশনি পাতে,
নিবিড় তামসী রাতে
উড়িছে রক্তচীর—
বক্ষে ধরিত্রীর !

হের, রক্তবৃষ্টি !
ধ্বংস হ'লো সৃষ্টি
চরণে ভৈরবীর—
বক্ষে ধরিত্রীর !

উদ্বেগ

(গান)

মাঝি বাইরে—
ওই কিনার পাইনে লইয়ে চলো
পাড়ি মাইরে।
হিস্‌নে সাঁড়া শকত কইরে,
গোলুই মুড়ি কইসে ধইরে,
হেঁইয়া—হেঁইয়া—হেঁইয়া ব'লে
যাও ভাইরে।

দ্যাব্‌তা আজি বিরূপ হইল,
কড়র কড়র কি যে কইল,
চিক্ চিক্যাইয়ে চৌখ রাঙ্গায়
দেখি তাইরে!

সামাল সামাল সামাল ভাই,
ঝুল দিয়ে নাও কর্ বোঝাই,
ওই, কিনার কিনার বাইয়ে চল্
গুণ মাইরে।

ছায়া

কাজল গড়ায় ওড়ার বনে,
চাইতক রবায় ঘনে ঘনে,
তুর্ তুর‍্যাইয়ে ডাহুক নাচে
তাই-নাই-রে।

নাঙ্‌লা বিলের আলের শেষে,
সরালের ঝাঁক যায়রে ভেসে ;—
চিতল কাতল উল্‌টে পাল্‌টে
মারে ঘাইরে।

আষাঢ় ম্যাঘে বাদল আইল,
আমারে আজ কি দুখ্‌ পাইল
সে কার লাগি কাইন্দা মরি
ভাবি তাইরে।

সব্‌জে ধানের ক্ষেতের বাদে,
আমার পরাণ ওই না,—হ্যাদে
চলে মাথালটি মাথায় দিয়ে
গাঁও ছাইড়ে।

চল্‌ বাইয়ে নাও তাড়াতাড়ি
বিলম্বে মুখ হইবে হাঁড়ি
আথাল বিথাল ক'র্‌ছে জানি
মরি যাইরে।

সন্ধানে

কোথায় সে গ্রামখানি
কত সে দূরে ?
সন্ধান নাহি পাই
মরি যে ঘুরে।
ফিরিতেছি অবিরত
মাঠ ঘাট শত শত
চরণ কাঁটায় ক্ষত
রুধির ঝুরে ;
কোথায় সে গ্রামখানি
কত সে দূরে ?

ছায়া

কোন্ পথে যাবো আমি
বলে দে মোরে,
কে আছো সমুখে এসো
আলোক ধ'রে ;
আঁধার নামিছে ধীরে
ঘন বন তরুশিরে
ক্ষেতের কোল্টি ভিড়ে
পড়িছে ঝরে ;
কোন্ পথে যাবো আমি
বলে দে মোরে।

পাগল বাতাস দেখি
চলেছে বেগে।
কে যেন পিঠেতে তার
মেরেছে রেগে ;
শোঁও-শোঁও-শোঁও বোলে
তালের বাগুড়া ঝোলে
মাছ-রাঙা তারি কোলে
বসিয়া জেগে ;
পাগল বাতাস দেখি
চলেছে বেগে।

ছায়া

সহসা কাজল মেঘ
আকাশে ওঠে,
'শাপ্‌লা'-মেয়েরা দেখি
জলেতে ফোটে ;
টুপ্‌ টাপ্‌ টুপ্‌ করে
চারিদিকে ফুল ঝরে
কতশত রঙ ধরে
ঘাসেতে লোটে।
সহসা কাজল মেঘ
আকাশে ওঠে।

উত্তরে দেয়া ডাকে
চিকুর ঝলে,
ক্ষেত খোলা ভেসে গেলো
আষাঢ় জলে;
ঝন্‌ ঝন্‌ ঝন ঝন
কড় কড় বরিষণ
রনরনি ঘন ঘন
কি যেন বলে!
উত্তরে ডাকে দেয়া
চিকুর ঝলে।

ছায়া

আশ্‌মানি রঙ-করা
শাড়িটি প'রে
বাগানের খুঁটিখানি
আঁকড়ি ধ'রে
কে গো তুমি বনলতা
বাউরী বাতাসে হোথা
অকারণে পাও ব্যথা
কাহার তরে ?
আশ্‌মানি রঙ-করা
শাড়িটি প'রে ।

আমার নয়ন্ পথে
যদি বা এলে
এমনি করিয়া তবে
যেওনা ফেলে,
থুয়ে গেনু গাথাখানি
অবসর মত আনি'
নিরলে পড়িও রাণী
চলিয়া গেলে ;
আমার নয়ন পথে
যদি গো এলে

প্রান্তর পার হ'য়ে,
বিরলে এসে
পুলকে ভরিয়া বুক
ভালো সে বেশে,—
দেবদারু বীথি তলে,
হেলাভরে কুতূহলে
আঁখি দু'টি ছলছলে
দাঁড়ানু শেষে,
ভেবেছিনু তুলে লবে
নীরবে হেসে ;
প্রান্তর পার হ'য়ে,
বিরলে এসে।

চলে গেনু নতশিরে—
ভাঙিল মেলা ;
পার হ'য়ে ক্ষেত খোলা
সাঁঝের বেলা।
আঁকা বাঁকা পথ দিয়ে
এ-গাঁও সে-গাঁও গিয়ে
অবশেষে ফিরি নিয়ে
কি অবহেলা !
চলে গেনু নতশিরে
ভাঙিল খেলা।
আঁধার নামিল ধীরে
বিজন বেলা।

ধানের ক্ষেতে

সবুজ ধানের ঢেউ খেলে যায়
শিমুলতলীর ক্ষেতে,
পরাণ আমার মাতাল হ'য়ে
উঠ্‌ল যে আজ মেতে ;
—শিমুলতলীর ক্ষেতে।

একলা বসে মাঠের ধারে,
তালীবনের অপর পারে,
যেখান দিয়ে মেঘের জটা
লুটিয়ে পড়ে যেতে ;
—আমার সবুজ ক্ষেতে।

মেঘের সাথে স্বপন-প্রিয়া
রাঙিয়ে দিয়ে সাঁঝের হিয়া
ব'ল্‌ছে আমায় চুপে চুপে
আস্‌বো গহন রেতে ;
—আমার ধানের ক্ষেতে।

বনফুল

আমি বনফুল, বন-বিলাসিনী কোমল করুণ প্রাণ,
কেমন করিয়া সহিব সজনী, মানুষের আঘ্রাণ ?
তাদের নিশাস অহিবিষে ভরা লাগে যদি মম দেহে
অরুণ অধর পাণ্ডুর হবে উদাস বিষাদে ছেয়ে।
নিষ্ঠুর তারা রঙীন নেশায় আমারে বেড়িয়া রয়
রঙ না ধরিতে নির্ম্মম করে সকলি লুটিয়া লয়।
মোর-দেওয়া যত সৌরভ নিয়ে পুলকে ভরিয়া বুক,
মাধুরী নিঙাড়ি আন্-ফুলে যায় নূতনেরি অভিমুখ।
মাঝে মাঝে মোরে সম্মুখে থোয়, ভুলায় কত না জন,
পূর্ণ না হ'তে দেবপূজা করে পুণ্যের বিনাশন !

আমি আছি ভালো পল্লব আড়ে, পান্থের মনোলোভা,
ইট-পাথরের প্রাসাদ-পুরীতে বাড়েনা ক' মোর শোভা

বাসন্তী

নীল নভতলে
নীল শাড়ি পরি'
নাচিতেছে দিগ্‌বালিকা,—
রম্ভা, মেনকা, উর্ব্বশী, রতি
গাঁথিছে কুসুম-মালিকা।

উন্মনা ধায়
নব অভিসারে
উত্তর হ'তে দক্ষিণ দ্বারে ;
কুঙ্কুম চুয়া চন্দন ভারে
সাজায় অর্ঘ্য-থালিকা।
নাচিতেছে দিগ্ বালিকা

ফাল্গুনী-রথ ছুটিয়াছে বেগে,—
বিপুল হর্ষ ভরে,
ঝঙ্কারি' ওঠে মূর্চ্ছিত প্রাণ
নূতন চেতনা তরে।

*　　*　　*

এ কি মায়া তব
ওরে অভিনব,
স্বর্গের দান উজাড়িয়া সব
ধরণীরে বাসি ভালো—
দুর্জ্জয় শীতে দুই পায় দলি'
মহা উৎসবে দুর্দ্দমে ছলি
পথে পথে মেলি'
হেম অঞ্জলি
সুরভির সুধা ঢালো,—
—নির্ব্বাণ দীপ জ্বালো !

মানসী

চাঁদিনী রাতে আঁখির পাতে
এস গো সজনী,
সাজাব তোরে পরাণ ভরে
আজিকে রজনী।
ফুলের মালা ফুলের বালা
পরাব প্রেয়সী,
মালতী মতি নেহালী রতি
যুথিকা অতসী।
শ্রবন মূলে শিরীষ ফুলে
বাঁধি-ও গরবী,
নিবিড় কেশে পরিও শেষে
কানন-করবী।
কাটাব রাতি পুলকে মাতি
আমরা দুজনে,
জাগিব ভোরে আলস ঘোরে
পাখীর কূজনে।

পতাকা

আজিকে এ শুভ মধুর লগনে,
বিজয়-পতাকা উড়িছে গগনে,
নিদ্রিত পুরী জাগিছে সঘনে
অলস নয়ন মেলিয়া।

ঘরে ঘরে ওই ধ্বনিছে শঙ্খ,
ঘন ঘন বাজে বিজয় ডঙ্ক,
ললাটের যত চির-কলঙ্ক,
আজি মুছিতেছে ফেলিয়া!

পাণ্ডু-সুতের বিজয় বাহিনী
ঊর্দ্ধে তুলিছে গাণ্ডীবখানি
কুরু-ক্ষেত্রে পুণ্য কাহিনী
প্রাণে প্রাণে ওঠে খেলিয়া।

নটরাজ

আনন্দ আজ ধরার বুকে
উঠ্‌লো জেগে ওই—
কেমন ক'রে বন্ধ-কারায়
আমরা আজি রই ?
বাজ্‌রে বিষাণ বাজ্‌—
আস্‌ছে নটরাজ
ত্রিশূলখানি হাতে নিয়ে
নাচ্‌ছে তাতা-থই !

পাগলা ছেলে খেয়াল বশে
খেলায় বুকে সাপ—
নন্দী ভৃঙ্গী বেতাল তাল
মার্‌ছে কাঁটায় ঝাঁপ !
বাজ্‌রে বিষাণ বাজ
আস্‌ছে নটরাজ—
রক্ত-নিশান উড়িয়ে দেরে
সিদ্ধি হ'লো সাফ্‌ !

মাঠিয়াল

(গান)

আজকে শুধু হেথায় ব'সে
গাইব মাঠের গান,
ও ভাই চাষী বঙ্গবাসী,
শোন ওরে কৃষাণ!
তোরা মোদের আশার আশা
তোরাই মোদের প্রাণ
তোরা মোদের দেহের বল যে
তোরাই জাতির জান।
ভুবন জুড়ে ধানের ক্ষেতে
চষিস্ জমিন দিনে রেতে,
মাথার ঘাম যে পায়ে ফেলে
তোরাই বুনিস ধান।
আমরা শুধু ফসল খেয়ে
আহ্লাদে আটখান।
আমরা বড়, তোমরা ঝুটো,—
সাঁচ্চা কথা বলছি দু'টো
জগন্নাথের দোহাই দিয়ে
গুঁড়োই হাড় ক'খান
আর জুড়ী-মোটর হাঁকাই ব'সে
বানাই সোনার থান।

ভিন্ গাঁ'র চাষী

(গান)

ও ভিন্ গাঁয়ের চাষী—
ফসল কাটার সময় হলো
চল্, কাস্তে নিয়ে আসি।
মাঠের ফসল বোঝাই ক'রে,
নিয়ে চল্ ভাই আপন ঘরে,
ওরে, কেড়ে নিয়ে যাবে রে সব
কবে সর্ব্বগ্রাসী।

চেয়ে দেখ তোর গাঁয়ের ঘর,
চালের বাতায় নেইকো খড়,
হায়, রুয়ো, সলা, খস্‌লো চিপে
হাত্‌নে গেলো ফাঁসি

তোর গৃহ-লক্ষ্মী শূন্য হাতে,
সোনার পরশ নেইকো তাতে,
এই সোনা দেশের সোনা গেছে
লবণ-জলে ভাসি।

চক্ষু মেলে দেখরে এবার
নেইকো ঘরে কিছুই দেবার
আছে শুধু বুকের কাঁদন
দুঃখ দৈন্যরাশি।

বালুচর

সোনার বালুর চর—
কিনারে তোমার সুন্দর ক'রে বাঁধিব পাতার ঘর।
ছোনের ছাউনি, পাট-খড়ি-বেড়া, খেজুর-ছড়ির পাটি,
থাম খুঁটি দিয়া ভাল্‌কো বাঁশের নিরমিয়া পরিপাটি,
তারি চারিধারে বুনিয়া বুনিয়া ছোট ছোট ঝাউ-চারা,
স্নিগ্ধ তাহার শ্যামল ছায়ায় ঘুরিব পাগল পারা।
যে বাঁশরী কবি হারাইয়া চরে ফিরে নাই আর গাঁয়ে,
সে বাঁশরী আমি কুড়াইয়া এনে বাজাব সাঁঝের বায়ে।
তারি সাথে সাথে কচি ঝাউ-চারা কাঁপিয়া উঠিবে দুলি'
কিশোরী মেয়েরা পথ হারাইয়া আসিবে ও-পথে ভুলি'।
গাঁয়ের গোধন আবার চরিবে সোনার বালুর চরে,
গোখুর ধূলায় রাঙাইয়া পথ ফিরিবে গাঁয়ের ঘরে।
গোধূলির রাঙা রক্তিম-রাগে কৃষ্ণচূড়ার তলে,
সন্ধ্যা যখন ধীরে ধীরে এসে নমিয়া পড়িবে ঢলে ;—
ম্লান হ'য়ে যাবে ভাঁটিফুলগুলো আঙিনার মাঝে যত,
রক্ত-করবী লাজে নত হবে বিয়ের কনের মত,
ডালিমের ফুল ধূলায় লুটিয়া কেঁদে যাবে গড়াগড়ি,
স্নেহাবেশে তারে বুকে তুলে লবে বুনোলতা শতনরী,—
তারি মাঝে আমি বালকের মত কুড়াইব নানা ফুল,
প্রিয়ার লাগিয়া কত না ভূষণ গড়িব সে নির্ভুল।
বিনি সুতো দিয়ে সুন্দর ক'রে তিলফুলে গাঁথি মালা,
পঞ্চ-খোঁপায় পরাইয়া দিব আসিলে সে বনবালা।
বিনায়ে বিনায়ে কতনা ছন্দে গাঁথিয়া চন্দ্রহার,
পিরীতির রসে ভিজাইয়া আনি' তুলে দিব গলে তার।

বনফুল দিয়ে সাজাইব তারে যত কিছু মনে আছে,
বাঁশরীটি এনে বাজাইব আমি সদা থাকি' কাছে কাছে।
বড় ব্যথা পেয়ে তাই আসিয়াছি ফুল কুড়াইতে গাঁয়ে,
জুড়াইতে আহা তনু মনপ্রাণ কৃষ্ণচূড়ার ছায়ে।

কোথা বিরহিণী সই,
আজি দেখে যাও বালুর চরেতে জল করে থই থই!
আষাঢ়ের জল আকুলি' ব্যাকুলি' দু'কূল প্লাবিয়া যায়—
ঢেউগুলো ভেঙে বিদরিয়া বাঁধ উপছিয়া উগরায়।
তারি সাথে সাথে ঝিনায়ের ফুল ভেসে আসে তীরে কত,
কদম-কেশর রজনী-গন্ধা চম্পক শত শত।
আথালিয়া আমি সে ফুল তুলিতে হাতে বিঁধে গেল কাঁটা,
সেই ক্ষতখানি আজো শুকাল না এখনো রয়েছে ঘা-টা!
জানিতাম যদি ওই ফুলগুলো ঘেরা আছে কাঁটা দিয়ে,
কণ্টকগুলি নির্ম্মূল করি' ফুল লইতাম গিয়ে!
কাহার খোঁপার ফুল সে যে ওগো এমনি করিয়া হায়,
কূলেতে আসিয়া কূল না পাইয়া ভেসে যায় নিরুপায়!
এ-দশা দেখিয়া ঝাউচারা গুলো কেঁদে ভিজাইছে মাটি,
পাতা দোলাইয়া বেদনা জানায় মুখেতে নাহিকো "রা"-টি।
কলার বাগুরা আথালি বিথালি ঝির্ ঝির্ করি' দুলে,--
বনের পাখীরা সম-বেদনায় গান গেল সব ভুলে!
চকাচখী বক ডাহুক ডাহুকী সারস সারসী জলে,—
সারি শুক শ্যামা দোয়েল কোয়েল কপোত কপোতী থলে;
ডানার ভিতর মুখ লুকাইল—নির্ব্বাক নিশ্চুপ
কার ব্যথা গিয়ে বাজে কার বুকে—অদ্ভুত অপরূপ!

পাগল বাতাস উন্মনা হ'য়ে বারতা পাঠাল বনে,—
গুরু গম্ভীরে আষাঢ় আসিল বাদলের বরিষণে !

আবরিল সারা পথ,
অশোক নেহালী রঙ্গন মতি শ্বেত-জবা কত শত ;
বকুল মালতী কদম্ব কেয়া এ-ওর পানেতে চেয়ে,
তারাও আজিকে লুটাইছে পথে বরষার গান গেয়ে !
ফুলে ফুলে আহা গলাগলি করি' চুপি চুপি কথা বলে,—
মোর মনে লয় ও-ফুলের সাথে ভেসে যেতে চায় জলে !
জলের মেয়েরা মৃণালে নুইয়া জলের সে আঙিনায়,
ছোট ছোট পথ খুঁজিয়া খুঁজিয়া চারিদিকে বাহিরায়।
অমনি তখন পানা-ফুল বলে,—"কেন কেঁদে মরি ঝুরে ?
আমরাও আজ ঘর-ছাড়া হব জলের বুকটি জুড়ে।
পঙ্কিল জলে আমরা ফুটি-গো সেওলা হাবড় মেখে,
তবুও আমরা গন্ধ বিলাই তারি মাঝখানে থেকে !"
রক্ত-শাপ্‌লা বাহু পসারিয়া শ্বেত-শাপ্‌লারে কয়,—
"আজি হতে তবে ফুলগুলো সই, করিব না অপচয় ;
যেদিন আসিবে বাঁশরীর গানে বনের দুলালী মেয়ে,
সেদিন আমরা আবরিয়া দিব সারা তনুখানি ছেয়ে !"
এস প্রিয়তম, আর কতকাল থাকিবে এমনি দূরে,
বাদলের দিনে খুঁজিতেছি মোরা সারা গাঁওখানি ঢুঁড়ে।
তুমি এস সই, আলুলিয়া কেশ, আষাঢ়ের মেঘে আজ,
আমরা বেড়িয়া বিজলীর মত পরাব কুসুম সাজ।
আর কতকাল এমনি করিয়া নিশীথ নয়ন জলে।
পল্লব ছায়ে মুখ লুকাইয়া ঝরে ঝরে যাব গলে ?

আর কতকাল পরিজন মাঝে ম্লান হাসিখানি ঢাকি',
এমন করিয়া আড়ালে আড়ালে কেমনে বলনা থাকি ?
তুমি এস সই, আমরা আজিকে দোঁহে দোঁহা পানে চেয়ে,
আপনি ফুটিব, আপনি টুটিব বাদলের জলে নেয়ে।

কোথা তুমি প্রিয়তম,
ওগো প্রাণময়ী, ওগো মধুময়ী সুন্দর অনুপম।
একবার এসো এ-ঘোর বাদলে রঙের কুহেলি মেলে
বাহিয়া তোমার সোনার নাওটি উজাইয়া অবহেলে।
আর কতকাল আমারে ছাড়িয়া থাকিবে এমনি দূরে,
বাঁশরী আমার ডুকারি কাঁদিছে মরম বিদারী সুরে।
আর কতকাল স্বপনের জালে তোমারে লইয়া ঘিরি',
এমনি করিয়া উধাও হইয়া বাউলের মত ফিরি ?
আজি দেখে যাও কত যে আরতি কত আরাধনা করি',
বালুর চরেতে বসিয়া বসিয়া বালুর প্রতিমা গড়ি!
কি করিব সখী, মন যে বোঝেনা, তাই ডাকি বারেবার—
সম্মুখে থুয়ে পুষ্প-অর্ঘ্য সম্ভার উপচার ;
কস্তুরী-মৃগ-কুঙ্কুমরাগ চন্দন-চুয়া লয়ে,
ফিরিতেছি আমি চর হতে চরে মাথায় করিয়া ব'য়ে।
আমি জানি তুমি ফুল ভালবাস, তোমার ফুলের প্রাণ,
তাই গড়িয়াছি ফুল-আভরণ—পাতার কুটিরখান।
তুমি এসো সই, তোমারি অঙ্কে উজাড়িয়া সব ভার,
ব'সে ব'সে শুধু বাঁশরী বাজাই, চরণ করিয়া সার।
আজি উতরোল আষাঢ়ের বায়, দিন হল অবসান
তুলে লও তবে ফুল-সম্ভার হ'ক সব সমাধান।

অভিসারে

তোমার মনের গোপন কথা বল্‌বে না-ক' আজ-ও সখি ?
পাষাণ ও-মন গ'ল্‌বে কিনা—অবাক চোখে তাইত লখি।
অরুণ ঊষার আলোর মত পরাণখানি রঙিয়ে দিয়ে,
আশার লতা লালন ক'রে পালিয়ে বেড়াও ঝিল্‌মিলিয়ে,
অসীম আকাশ, উদার আলো—একলা বসে পথ্‌টি ঘিরে-
পার্‌ব কি সই, বিদায় দিতে হেলায়-পাওয়া অতিথিরে ?
নেশায়-রঙীন বিভোল হ'য়ে দেখব শুধু শাখির তলে,
পলক-হারা থির-বিজুরী, মৃণাল-শিরে কমল দলে।
শিশির-ভেজা সোনার আলো ঝ'র্‌বে যখন পলব বেয়ে,
শিউরে ও-বুক চম্‌কে যাবে—হরষে চোখ মেল্‌বে চেয়ে।
আলস ভরে কইবে কথা, কিশোর প্রাণের গোপন বাণী
মনের নিবিড় নাগাল পেয়ে বিলিয়ে দেবে হৃদয়খানি,
পুলক-ছোঁয়া গভীর সে-সুর বাজ্‌বে যখন প্রাণের তারে··
হয়ত ভুলে আস্‌বে হেথায় আবার তুমি অভিসারে।

বোধন

হর হর হর রুদ্র হাঁকিছে,—
বার্ত্তা আনিল পবনে,—
লাঞ্ছিতা সীতা জনক দুহিতা ;
—হর্ষে কাঁপিল সঘনে।
দিকে দিকে ওই পড়িল ডঙ্কা,
সাজে রথ রথী অযুত সংখ্যা,
দগ্ধ করিতে কনক লঙ্কা—
ফাল্গুনী শুভ লগনে।

পাষাণে বাঁধিয়া সেতু অপূর্ব্ব
চলে অগণ্য ধান্নুকী,—
রণ-উন্মাদে গর্জ্জিছে যেন
উদ্যত-ফণা বাসুকী !
ছুটিল সৈন্য কাতারে কাতারে,—
সিন্ধু-শৈল-শিখরের পরে ;
রাক্ষস চমূ দেখিয়া উহারে
চম্পট দিল না রুখি'।

শ্রীরামচন্দ্র চলিছে অগ্রে
লক্ষ্মণ সাথে চলিল,—
সুগ্রীব আর মারুতি জাম্বু
কল্লোলে কলকলিল।
রাঘবীয় রিপু প্রবেশিল গড়ে,
স্বর্ণলঙ্কা টলমল করে,
দ্বার ছাড়ি' দ্বারী ধায় উভরড়ে ;—
তোরণ-স্তম্ভ টলিল।

হৈম-দেউল শীর্ষ হইতে
হেরিল চক্ষে রাবণী—
কার্ম্মুকধারী সম্মুখে দুই
অঙ্গে ঝরিছে লাবণি !
পিঁপীড়ার মত তারি পিছে চলে,
হয় হাতী ঠাট কত দলে দলে,
অস্ত্রে অস্ত্রে ঝলি' ঝলমলে
সৈকত কূল প্লাবনি' !

মণিময় সভা উজ্জ্বল করি'
রাঘবারি ছিল বসিয়া—
পুত্রের মুখে বারতা পাইয়া
দণ্ড পড়িল খসিয়া !
হুঙ্কারি' ডাকে, কুম্ভকর্ণ,
বর্ত্তুল আঁখি, রক্তবর্ণ,
রক্ষা কর এ লঙ্কা স্বর্ণ
গেলো বুঝি সব ধ্বসিয়া।

ছায়া

মধুপানে রাজা মত্ত হইয়া,
চলিল সীতার স্মরণে,
ত্রিভুবনজয়ী নিকষানন্দ
সতীর লজ্জা-হরণে।
কহে, দুরন্ত রাক্ষসী চেড়ী,
নির্ম্মম হ'য়ে গলে দিয়া বেড়ী,
জানকীরে হেথা নিয়ে এসো ঘেরি
চূর্ণিত কর চরণে।

শত সহস্র বজ্রধারিণী
দুর্ম্মুখা চেড়ী ফুকারি,-
কুন্তল ধরি' ঘূর্ণিত করি,
মারিতে উঠিল কুঠারি!
শোকে নিমগ্ন ক্রন্দন করে,
আলুলিত কেশ, চীর সংবরে,
ওষ্ঠ চাপিয়া কাঁপে থর থরে—
অন্তর ওঠে ডুকারি'।

অস্ফুটস্বরে কহিল জানকী
দুঃখের কত কাহিনী
ওরে নৃশংস, ওরে পাপীয়সী
ধর্ষিছ কেন, ডাইনী?
চেয়ে দেখ ওই উত্তর দ্বারে
সিন্ধু-শৈল শিখরের পারে,
আসিছে সৈন্য কাতারে কাতারে
শত সহস্র বাহিনী।

দুর্ম্মতি ওরে নিশাচর বলী,
খেলিস না লয়ে সর্প,—
উৎপীড়কের অত্যাচারীর
লাঞ্ছিত হবে দর্প।
এই পাপে তুই হইবি ধ্বংস,
নির্ম্মূল হবে রক্ষ-বংশ,
আসিয়াছে সেই বীরাবতংশ ;—
ত্বরায় আমারে অর্প।

নল-কুবেরের অভিশাপ-বাণী
বিস্মৃত দেখি হ'য়েছ,
স্পর্শ করিতে এ হেম অঙ্গ
তাই চেড়ীদের ক'য়েছ !
পরের রাজ্য লুণ্ঠন করি'
পরের বনিতা অঙ্কেতে ধরি,
রাঘবেরে আজি বঞ্চিত করি'
মৃত্যুরে বরি লয়েছ।

উত্তোলি অসি, দশানন কহে,—
রোষ প্রদীপ্ত নয়ানে,
শ্রীরামচন্দ্র পড়িয়াছে রণে
মৃত্যু-শয্যা শয়ানে।
কলম্বকুল উড়িছে আকাশে,
রথ রথী ঠাট ছুটিয়াছে ত্রাসে,
মায়াবী রাবণ হাসি-উচ্ছ্বাসে
ধরিল মায়া সে বয়ানে।

ছায়া

সম্মুখে ধরি পৌলস্তেয়
রামের ছিন্ন মুণ্ড,
কহে, দেখ দূরে হর-কার্ম্মুক
কুণ্ডলযুত তুণ্ড !
আজি মহারণে মৈথিলীনাথ,
যুদ্ধ করেছে করি' প্রাণপাত,
মত্ত হস্তী হইয়াছে কাৎ
ঊর্দ্ধে তুলিয়া শুণ্ড !

উত্তাল ফেন-তরঙ্গ সম
উচ্ছ্বাসি ভুঁয়ে লুটিয়া
বিষ্ণুপ্রিয়া সে বিষ্ণুরে স্মরি'
মূর্চ্ছিত হলো টুটিয়া ;
রাক্ষসী যত চেড়ীগণ মিলি'
চৌদিকে ঘিরে করে কিলিবিলি,—
মধুপানে যেন রত মুখশিলি,
রক্ত পদ্মে জুটিয়া।

ক্ষণকাল পরে উদ্ধত রোষে
কহিতে লাগিল জানকী,—
আরে রে রক্ষঃ, পর-পদলেহী
অবিধবা সীতা জান কি ?
ভাবিয়াছ মনে আঁটিয়া ফন্দী,
জনকসুতারে করিয়া বন্দী,
পূর্ণ করিবে পাপাভিসন্ধি
ভর্ৎসিয়া তারে পাতকী ?

রাজা হয়ে তুই চৌর্য্যেতে রত
পরের রাজ্য বনিতা,
রাষ্ট্রের নামে কলঙ্ক আনি'
করিতেছ ভান ভণিতা।
অন্তরীক্ষে দেখে দেবতারা,
সাধ্বীর জয় বিশ্বে এ সারা,
কীটও যে হয় সর্পের বাড়া
দংশায় হ'লে দলিতা।

ওরে তস্কর দম্ভী দর্পী
সবেনা এ পাপ মহীতে,
দশস্কন্ধ লুটাবে এখনি
দশমুণ্ডের সহিতে !
বিক্রমে হেথা নাহি প্রয়োজন
যারে পাষণ্ড কর গিয়া রণ,
রঘুরাজ সাথে যুঝি প্রাণপণ
আসিস্‌নে মোরে দহিতে।

দেখিতে দেখিতে রণিয়া উঠিল
শাণিত অযুত অস্ত্র,
সন্ সন্ ওড়ে তড়িৎ-বসনা
মুক্তা-খচিত বস্ত্র।
শেল জাটা জাঠি খড়্গ কৃপাণ,
ডাঙ্গস বোলক শূল খরষাণ,
ভল্লক ধনু মুদ্গর বাণ,
লক্ষ রক্ষঃ-শস্ত্র !

দশানন বলী চলিল যুদ্ধে
শঙ্করে করি তুষ্ট,
গুরু গম্ভীরে তর্জ্জিয়া মারে
টঙ্কারি' ধনু দুষ্ট !
স্বর্গ মর্ত্ত কাঁপে রসাতল,
চরণের ভরে ক্ষিতি টল্‌মল্‌ ;
ক্রুর বিধি হেরি করে হতবল
ব্রহ্মা বিষ্ণু রুষ্ট !

গোধূলির ম্লান অকাল বোধনে
মহামায়া হল ক্ষুণ্ণ,
শ্রীরামচন্দ্র আসিল, অমনি
ধরায় নামিল পুণ্য ।
ভাগ্য-চক্র ঘর্ঘর ঘুরে
ব্রহ্মবাণ সে কোদণ্ডে জুড়ে'
রঘুপতি হানে দশানন স্থরে
অন্তর হ'লো শূন্য !

হর হর হর বৈদেহীনাথ—
আদি অনন্ত স্বর্গ,
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ
তুমি যে চতুর্বর্গ ।
গো ব্রাহ্মণ সর্ব্ব কৃষ্টি—
বিশ্বস্রষ্টা রক্ষ সৃষ্টি
বর্ষি' স্নিগ্ধ পুণ্যবৃষ্টি—
লহ এ-দীনের অর্ঘ্য ॥

আগমনী

আয় মাগো, তুই আয় মা ক্ষেপে
লেলিয়ে দে তোর সিংহীরে,
ভূত প্রেত তাল যক্ষ রক্ষ
নন্দী বেতাল ভৃঙ্গীরে।
তুলে নে তোর দশ প্রহরণ
লাগিয়ে দে মা দশ কাজে,
মর্‌চেগুলো সাফ্ ক'রে নে,—
চণ্ডীতলায় ঢোল বাজে!—

ছায়া

ক্ষুৎপিপাসায় অর্দ্ধ মৃত
শ্মশান হ'ল বাংলাতে,
তুই যদি না সংজ্ঞা আনিস,
পার্‌বো কি মা সাম্‌লাতে ?

অন্ন-বসন নেইকো ঘরে
শূন্য ভাঁড়ার দেখ্‌ছি যে
আসিস নে মা সদলবলে
পার্‌বো না ম্যাও ধরতে যে !

লক্ষ্মী গণেশ সরস্বতী
থাকুক এবার কৈলাসে
কার্ত্তিককে-ও বুঝিয়ে বলিস
কাজ কি এসে পরবাসে !

আয় মা উমা, মুক্তকেশী
অম্বিকে নগনন্দিনী
বুক্‌টা যে আজ বিষিয়ে ওঠে
তোমায় দেখে বন্দিনী।

থাকিস্‌নে আর হিম-তুষারে
কালিয়ে যাবি ঠাণ্ডাতে ;
কাত্যায়ণী নিস্তারিণী—
আয় মা আমার বাংলাতে।

ঝড় উঠেছে ভরা গাঙে

(গান)

ঝড় উঠেছে ভরা গাঙে
উড়লো নেয়ের ছই,
ডুবে গেলো ঘাটের নেয়ে
আমি শুধু রই !
কেমন ক'রে পার হবো এই দুরন্ত নদী ;
আর পাড়ি দিতে গিয়ে রে ভাই
ডুবিরে যদি
আহা পাবনা ক' থই !
মানস-তরী ভাসিয়ে দেবো
ধ'রে আশার হাল,
ঝড়-তুফানে বাইবো ক'সে
উড়িয়ে রঙীন পাল—
তরী হবে না বান্‌চাল,
আমি নাচবো তাথৈ থই !
রাঙা রবি উঠবে যখন
প্রাণের পরশ পেয়ে
এক ডুবেতে আনব রে ভাই
মোর পার-ঘাটের নেয়ে
কেন অগাধ জলে রই ?

ভাদরে

বাদল নেমেছে আজ—
ঝর ঝর ঝর ঝরিতেছে জল পড়িছে সঘনে বাজ।
আজিকে ভাদরে মেঘের মেয়েরা জল ভরনেতে যায়,
নীলাম্বরীর আঁচল লুটায় আকাশের সারা গায়।
ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ পাঁয়জোর বাজে নটিনীর মত চলে,
হাতে নিয়ে ঝারি, ঝিলমিল ক'রে, যৌবন-মদে ঢলে।
পূব হ'তে স'রে উত্তরাকাশে কাজ্‌লা মেঘেরে ডাকে,
বাদলের সাথে দ্বন্দ্ব করিয়া লুকায় তাহারি ফাঁকে।
প্রকৃতির সব সম্পদগুলো লুটে নিয়ে যেতে চায়,
ছোট ছোট মেঘ জড় ক'রে থোয় ঈশানের নীলিমায়।
অবশ আবেশে নেচে নেচে আসে বিরহ-বিধুরা মেয়ে
এলাইয়া বেণী, আলুথালু বেশে, চঞ্চল পদে ধেয়ে।

তমাল বনের ছায়ে,
তরুলতা যেথা জড়ায়ে ধ'রেছে অপরাজিতার গায়ে ;
সেইখানে ব'সে পাখীগুলো আজ পাতার আড়ালে থেকে,
ওষ্ঠে ওষ্ঠ মিলাইয়া তারা আকাশের জল মেখে'
পুলকে নাচিয়া শুনাইছে কত বাদল-বিরহ গান
হে মোর বন্ধু, হয়োনা অধীর, হয়োনাক' ম্রিয়মাণ !
ওই দেখ দূরে পূবের আকাশে বিরহী মেঘের বালা,
তোমারে তুষিতে আসিতেছে তারা সাজায়ে মেঘের ডালা।

তেপান্তরের মাঠে,
রাখাল চ'লেছে গরু তাড়াইয়া সুদূর গাঁয়ের বাটে।
একহাতে নিয়ে পাঁচন-বাড়িটি আর হাতে নিয়ে বাঁশী,
কাহার কথাটি ভাবিয়া ভাবিয়া বরষার জলে ভাসি' ;—
বাব্‌ড়ি চুলের মাঝখানে গুঁজে কতনা মাঠের ফুল,
বাঁশের বাঁশরী ফুকারি ফুকারি গাহিতেছে নির্ভুল !
মাঠ হ'তে মাঠে বাজাইয়া বাঁশী ফিরিছে গাঁয়ের ঘরে,
সে বাঁশীর সুর ভাসিয়া বাতাসে আমারে উতলা করে।
সে বাঁশীর সুরে মেলিয়া তাহার মধুর স্বপন খানি,
বিরহ-কাতর দু'জনার মাঝে আমারে লইল টানি !

দুরু দুরু করে প্রাণ।
বাদলের দিনে কেন শুনাইলে অতীতের সেই গান ?
মাঠে মাঠে আর কাননে কাননে পড়ে গেলো কত সাড়া,
কদম্ব-কেয়া নব অতিথিরে করিল যে ঘর ছাড়া !
আমি ছিনু ভালো জড়সড় হ'য়ে পল্লবঘন ছায়ে,
তুমি ছিলে দূরে পূবের আকাশে অসীম শূন্যবায়ে,

ওগো মধুময়ী, কল্পনালোকে নূতনেরে অবহেলে
মেঘের সাথেতে জড়ায়ে জড়ায়ে রঙীন স্বপন মেলে'—
কমল পায়ের কোমল আখর আমার বক্ষে আঁকি,'
কেন চ'লে যাও সাপিনীর মত কনকের আভা মাখি' ?

বাদলের বরিষণ
কূলে কূলে জল ফেঁপে উঠে লাগে ভাঙনের মহারণ !
এ-কূল ভেঙেছে ও-কূল ভেঙেছে ভাঙিয়াছে মোর বুক,
ঘর-ও ভেঙেছে বা'র-ও ভেঙেছে ভেঙে গেছে সব সুখ!
কূল যদি ভাঙে বাদলের জলে কূল পায় সেই নদী,
বুক যদি ভাঙে অকারণে আহা, কাঁদে বুক নিরবধি।
যুগ যুগ ধরি' ভাঙনের পালা উছলায় সদা জল
থই নিতে গিয়ে তলাইয়া যাই পাইনা ক' সেথা তল।
কোথা সেই নদী দুকূল যাহার ভাঙে নাই ফাটে নাই,
ওগো প্রেমময়ী হাত ধ'রে মোরে নিয়ে চল সেথা যাই।
কোথা সেই নদী, এক টানা চলে খেলে না জোয়ার ভাটা
কমলের কলি কুড়াইতে যেথা বিঁধেনা ক' হাতে কাঁটা !

হেলিয়া পড়িছে বেলা,
অয়ি কল্পনে, প্রিয় সখী মম, সাঙ্গ কর এ খেলা।
মালতী-মেয়েরা ডাকিতেছে মোরে, বলে, তোর পায়ে পড়ি
দাঁড়াও ক্ষণেক এখুনি ফুটিয়া অঞ্চল দিব ভরি।
শরতের আজ বিয়ে হবে শুনি হেমন্তিনীর সাথে,
কণ্ঠে পরিবে তারকার মালা সিন্দূর দিবে মাথে।
ভাল ক'রে তবে সাজাইয়া দাও মনের মতন করি,'
চির জনমের সাথী হ'য়ে রব নূতন চেতনা ভরি' !

স্মৃতি

সোনার প্রতিমা ভাসায়ে দিয়াছি অশ্রুমতীর জলে,
প্রাণের বাসনা বলি দিছি সব যূপকাষ্ঠের তলে।
প্রাণ-উৎপল শুধু প'ড়ে আছে শূন্য বেদীর মূলে,
চাঁদমালা খানি রহিয়া রহিয়া বাতাসে উঠিছে দুলে।
আর নাহি বাজে প্রভাত প্রদোষে আরতি ঘণ্টাধ্বনি,
বেদের মন্ত্র মুখরিত হ'য়ে উঠেনাক রনরনি।
কোশাকুশী ঘট পঞ্চ-প্রদীপ ছড়ান দেউল দ্বারে,
নিখিল বিশ্ব আবরিল ঘন নিবিড় অন্ধকারে।

ছায়া

বিজয়া দশমী পাণ্ডুর চাঁদ মাথার উপরে ভাসি'
আবছায়া মাখা নগ্ন আকাশে চ'লে গেলো মৃদু হাসি'
মানুষ যখন বাঁধিল মানুষে বাহুর বাঁধন দিয়া,
দেউলের দ্বারে কাঁদিয়া উঠিল একটি বিভল হিয়া।

*   *   *

আজি মনে পড়ে পুরাতন কথা প্রথম মিলন রাতি.
শত বেদনায় শত উৎসবে উন্মুখ হ'য়ে মাতি,'—
ঝাঁপায়ে পড়িত আমারি বক্ষে সবারে আড়াল দিয়া,
শঙ্কিত চিতে ছুটে পলাইত সান্ত্বনা বুকে নিয়া।
ব্যাকুল হ'য়োনা—কহিত আমারে, বিদায় বেলার কালে,
স্নিগ্ধ-নয়নে ফিরিয়া চাহিত প্রাণের অন্তরালে।
কতনা সুষমা কতনা মাধুরী কতনা সুরের ডোরে,
কল্পলতারে বুনিয়া যাইত আমার আঙিনা ভ'রে।

*   *   *

আজি মনে পড়ে সেই মুখখানি মদির নয়ন ছু'টি,
আমার মাঝারে নিয়ত ফুটিয়া লতায়ে পড়িছে লুটি।
সেই স্মৃতি নিয়ে বসিয়া বিজনে মরণ-মরুর মাঝে,
জীবনের পাতা উলটিয়া দেখি কত ব্যথা বুকে বাজে
বন্ধু-বিহীন অন্ধ-রজনী মৃত্যুর জ্বালা নিয়া,
আনমনে কভু উচ্ছ্বসি' উঠি কহি,—প্রিয়তমে-প্রিয়া,
এসো আর বার অভিমান ত্যজি বিদায়-বাসর ছায়,
জীবন-ধারা যে গলিয়া গলিয়া ছলিয়া চলিয়া যায়!